কামারুজ্জামানের মৃত্যুদন্ড রহিত করুন

জামায়াত নেতা মুহাম্মদ কামারুজ্জামানের ফাঁসির আদেশ দেয়া হয়েছিল অনেক আগেই, সম্প্রতি হাইকোর্টের আপিল বিভাগে সেই রায় বহাল রাখা হল। আমরা যেহেতু আইন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নই, তাই আমরা এই রায় মেনে নিয়েছি। কিন্তু তারপরও কথা থাকে।

আপিল বিভাগের রায় ঘোষণার সাথে সাথেই যেভাবে তাকে ফাঁসিতে ঝোলানোর জন্য তড়িঘড়ি করা হচ্ছে, তাতে আমাদের কাছে মনে হচ্ছে, মুহাম্মদ কামারুজ্জামানের ক্ষেত্রেও আব্দুল কাদের মোল্লার পরিণতি আমাদেরকে দেখতে হবে। আব্দুল কাদের মোল্লাকে অন্তত আপিল বিভাগের রায় রিভিউ করার সুযোগ দেয়া হয়েছিল। কিন্তু কামারুজ্জামানের বেলাতে সেটাও দেখা যাচ্ছে না। আর ক্ষমার সুযোগ দেয়া তো দুরের কথা।

তাই সরকার এবং বিচার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কাছে আমাদের সামান্য কিছু অনুরোধ। কামারুজ্জামানের ক্ষেত্রে যেন তাকে আপিল বিভাগের রায় রিভিউ করার সুযোগ দেয়া হয়। আর সেই সুযোগ তিনি যদি পান, তাহলে মহামান্য বিচারকদের কাছে আমাদের বিনীত আবেদন তারা যেন মুহাম্মদ কামারুজ্জামানের মৃত্যুদন্ডের শাস্তি কমিয়ে অন্তত যাবজ্জীবন শাস্তি দেন। এর কারণ আমাদের আশঙ্কা আজ থেকে প্রায় ৪৩ বছর আগের সংঘঠিত

অপরাধের ক্ষেত্রে সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে যদি কাউকে মৃত্যুদন্ড দিয়ে দেয়া হয়, তাহলে এই রায়ে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়। এই সকল ক্ষেত্রে সাক্ষী ভুল সাক্ষ্য দিতে পারেন, তিনি আবেগের বশে মিথ্যার আশ্রয় নিতে পারেন, অথবা ইচ্ছাকৃতভাবেও মিথ্যা বলতে পারেন। তাই এই সকল বিষয় বিবেচনায় নিলে অভিযুক্ত ব্যক্তি স্বাভাবিকভাবেই বেনেফিট অফ ডাউট পেতে পারেন।

আর রিভিউতে যদি মৃত্যুদন্ড বহাল থাকে, তাহলে আমাদের অনুরোধ মি. কামারুজ্জামানকে যেন রাষ্ট্রপতির অনুকম্পা লাভের যথেষ্ট সুযোগ দেয়া হয়। আর তিনি যদি এই সুযোগ গ্রহণ করেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করেন, তাহলে তাকে যেন ক্ষমা করা হয়।

আমরা মনে করি, আমাদের এই সামান্য অনুরোধগুলো রক্ষার জন্য বিচার বিভাগের মহামান্য বিচারকবৃন্দ, সরকারের উর্দ্ধতন নের্তৃবৃন্দ এবং সমাজের ক্ষমতাধরদের সদিচ্ছাই যথেষ্ট।

আইডিয়াস ফর ডেভলপমেন্ট
নভেম্বর ৫, ২০১৪

ছবিসূত্রঃ ইন্টারনেট থেকে প্রাপ্ত।